গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা
বাস্তবায়ন শাখা

আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি

www.fisheries.gov.bd

১৫.০৪.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মৎস্য অধিদপ্তরের মার্চ ২০২৫ মাসের রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মো: আবদুর রউফ মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
সভার তারিখ	১৫/০৪/২০২৫ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত হলো।

সভার শুরুতে বিগত মাসিক সভার কার্যবিবরণীর ১.০ (ক) এবং ৬.০ অংশে সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন করে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা আরম্ভ করা হয়। সভার শুরুতেই প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ) সভাপতিকে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি উপস্থিত সকলকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। তিনি সূচনা বক্তব্যে ৮ এপ্রিল হতে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৫ সফলভাবে সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব ও প্রকল্পসমূহের কার্যাবলীর গতিশীলতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠু ও গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (বাস্তবায়ন) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

ক্র.নং	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.০	**(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ):** এপিএ এর ফোকাল পয়েন্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), পরিকল্পনা শাখা জানান, মাঠপর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত ও রক্ষণাবেক্ষণকৃত মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহের মধ্যে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৩টি অভয়াশ্রম পরিদর্শন হয়েছে। ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে সী-উইড চাষ প্রদর্শনীর বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম বিভাগে সী-উইড চাষ প্রদর্শনীর লক্ষ্যমাত্রা রাজস্ব বাজেট ও Fisheries Livelihood Enhancement Project in the Coastal Area of the Bay of Bengal (FiLEP) প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত হবে। তিনি জানান সিলেট বিভাগে চাহিদার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে মৎস্য অভয়াশ্রম মেরামতের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তিনি চলতি অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রায় IoT based প্রদর্শনী খামার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি (CCRF) এর ৩০০ জন প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭৯ জন অর্জিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ০১টি। এসময় পরিচালক (সামুদ্রিক) জানান, দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি (CCRF) এর প্রশিক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। **সিদ্ধান্ত:** মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনের নিমিত্ত গঠিত টিমের সদস্যগণকে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত ও রক্ষণাবেক্ষণকৃত মৎস্য অভয়াশ্রম পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। সিলেট বিভাগে বরাদ্দ অনুযায়ী অভয়াশ্রম মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণের আচরণবিধি (CCRF) এর প্রশিক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রচার প্রচারণা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ উপপরিচালক (পরিকল্পনা)/ উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ)/ প্রকল্প পরিচালকগণ/ এপিএ ফোকাল পয়েন্ট/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর

(খ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG): এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), পরিকল্পনা শাখা জানান, এসডিজি সূচক ১৪.৪.১ (Proportion of fish stocks within biologically sustainable levels) এর এর ২০২৪ সালের ডাটা FAO তে প্রেরণের নিমিত্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডার সভায় ভ্যালিডেশনের পর যথাসময়ে FAO তে প্রেরণ করা হবে। তিনি জানান, এসডিজি সূচক ১৪.৫.১ এর আওতায় "নাফ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা"এর শেপ ফাইলসহ তথ্য সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর হতে পাওয়া গেছে এবং World Database on Protected Areas (WDPA) তে প্রেরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অতিশীঘ্রই প্রেরণ করা হবে। **সিদ্ধান্ত:** এসডিজি সূচক ১৪.৪.১ (Proportion of fish stocks within biologically sustainable levels) এর ২০২৪ সালের ডাটা FAO কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে FAO তে প্রেরণ করতে হবে। এসডিজি সূচক ১৪.৫.১ এর আওতায় "নাফ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা"এর তথ্য শেপ ফাইলসহ World Database on Protected Areas (WDPA) এ যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক (ব্লু-ইকোনমি)/ পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর
(গ) মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ: উপপরিচালক (ইলিশ ব্যবস্থাপনা) সভায় জানান, জাতীয় জাটকা সপ্তাহ ২০২৫ এর সকল অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, জাটকা সংরক্ষণে সারাদেশ এ মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সভাপতি, বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** জাটকা সংরক্ষণে মৎস্য সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী নিয়মিত অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক/ উপপরিচালক (ইলিশ ব্যবস্থাপনা)
(ঘ) প্রশিক্ষণ: উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জানান, পূর্বের বরাদ্দ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণসমূহ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং নতুন বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই কর্মকর্তাকে বারবার মনোনয়ন প্রদান পরিহার করা হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি, দেশে ও বিদেশে পিএইচডি, এম.এস সহ অন্যান্য কোর্সে অধ্যয়নরত, সভা সেমিনারে অংশগ্রহণকারী এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা সহকারে ডাটাবেজ প্রণয়ন করে প্রতি মাসিক সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই কর্মকর্তাকে বারবার মনোনয়ন প্রদান পরিহার করে নতুন কর্মকর্তাদের সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** মাঠ পর্যায়ে সকল প্রকার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী উক্ত কোয়ার্টারের মধ্যেই শেষ করতে হবে। দেশে ও বিদেশে পিএইচডি, এম.এস সহ অন্যান্য কোর্সে অধ্যয়নরত, সভা সেমিনারে অংশগ্রহণকারী এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা সহকারে ডাটাবেজ তৈরি করে প্রতি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই কর্মকর্তাকে বারবার মনোনয়ন প্রদান পরিহার করে নতুন কর্মকর্তাদের সুযোগ প্রদান করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন/ পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
(ঙ) ই-সেবা: উপপরিচালক (ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন), সেবা সহজিকরণ বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় উপপরিচালক (প্রশাসন) জানান, পিআরএল গমনকারী কর্মকর্তার আবেদন পিআরএল গমনের দশ মাস পূর্বে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং প্রক্রিয়াটি সহজীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	পরিচালক (প্রশাসন)/ সকল বিভাগীয় পরিচালক/ উপপরিচালক (ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন)

(চ) ওয়েবপোর্টাল: উপপরিচালক (ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন) জানান, নিয়মিত ওয়েবপোর্টাল পরিদর্শন করে হালনাগাদ করা হচ্ছে। প্রতিবেদনাধীন মাসে ১০০টি উপজেলার ওয়েবপোর্টাল যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তন্মধ্যে রংপুর বিভাগে ২০টি উপজেলার মধ্যে ১৫টি সঠিক এবং ৫টি আংশিক ত্রুটিপূর্ণ, সিলেট বিভাগে ২৬টি উপজেলার মধ্যে ১৮টি সঠিক এবং ৮টি আংশিক ত্রুটিপূর্ণ, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৩টি উপজেলার মধ্যে ০৬টি সঠিক এবং ৭টি আংশিক ত্রুটিপূর্ণ, বরিশাল বিভাগে ০৮টি উপজেলার মধ্যে ০৮টি আংশিক ত্রুটিপূর্ণ, রাজশাহী বিভাগে ০৯টি উপজেলার মধ্যে ০৯টি আংশিক ত্রুটিপূর্ণ এবং ঢাকা বিভাগে ২৫টি উপজেলার মধ্যে ২৫টি আংশিক ত্রুটিপূর্ণ রয়েছে। তিনি আরো জানান, বেশিরভাগ উপজেলার ওয়েবপোর্টালে দাপ্তরিক সরকারি ই-মেইল সংযুক্ত থাকে না। তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে অনুরোধ করেন। সভাপতি সকল উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় মৎস্য দপ্তরের ওয়েবপোর্টালে দাপ্তরিক সরকারি ই-মেইল সংযুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** গুণগতমান বজায় রেখে প্রতি মাসে ১০০টি অফিসের ওয়েবপোর্টালের তথ্যসমূহ হালনাগাদ আছে কিনা তা যাচাই বাছাই করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় মৎস্য দপ্তরের ওয়েবপোর্টালে দাপ্তরিক সরকারি ই-মেইল সংযোজন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **পিডিএস:** উপপরিচালক (ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন) জানান, মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কিছু দপ্তরে পিডিএস হালনাগাদ আছে এবং কিছু দপ্তরে হালনাগাদ নেই। এ সময় তিনি কর্মকর্তাদের তথ্য হালনাগাদের জন্য GEMS সফটওয়্যার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং GEMS সফটওয়্যারে সকল তথ্য হালনাগাদ করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, GEMS সফটওয়্যারে তথ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ হতে তথ্য প্রাপ্তির পর প্রি-রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হলে পরবর্তীতে তথ্যসমূহ হালনাগাদ করা যাবে। সভাপতি, বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য পিডিএস এ হালনাগাদ রাখার পাশাপাশি GEMS সফটওয়্যারে যুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** প্রত্যেক কর্মকর্তার তথ্য পিডিএস এ হালনাগাদ করতে হবে এবং GEMS সফটওয়্যার এ তথ্য হালনাগাদের জন্য প্রি-রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)/ সকল বিভাগীয় পরিচালক/ উপপরিচালক (ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন)
(ছ) ডি-নথি: উপপরিচালক (ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন) জানান, মার্চ ২০২৫ মাসে ডি-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির হার ৯৭.৬৫%। উক্ত মাসে নিষ্পত্তিকৃত নথির মধ্যে হার্ড নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা ০৬টি এবং ডি নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা ২৪৯টি। এ সময় তিনি এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ডি নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য তালিকা হতে শতভাগ (১০০%) নথির কার্যক্রম ডি-নথিতে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। সভাপতি, হার্ড নথিতে কার্যক্রম কমিয়ে ডি-নথিতে বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** ডি নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য সকল নথি ডি-নথির মাধ্যমে নিষ্পন্ন করতে হবে। ডি-নথি ব্যবহারে সমস্যার সম্মুখীন হলে এটুআই এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।	উপপরিচালক (ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন)/ সকল দপ্তর
(জ) পূর্তকাজ: নির্বাহী প্রকৌশলী সভায় জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মাঠ পর্যায়ে ৩৯০.৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মোট ৮৬টি কাজের অনুমোদন দেয়া হয় যার মধ্যে ৭৮টি কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত বাজেট ও অর্থ শাখার মাধ্যমে মোট ৫১টি কাজের বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ০৬টি কাজের অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি বাজেট শাখায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থ-বছরের পূর্ত কাজের প্রাক্কলন মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হবে। তিনি আরো জানান, ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ) পরিদর্শনপূর্বক প্রাক্কলন ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি, মাঠ পর্যায়ের পূর্তকাজ পরিদর্শনের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে পূর্তকাজ পরিদর্শনকালে চলমান কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি চলতি অর্থবছরে অনুমোদিত সকল পূর্তকাজ চলমান অর্থবছর এ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আগামী অর্থবছরের পূর্তকাজের চাহিদা বাস্তবতা যাচাই করে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করে উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** পূর্তকাজ বাস্তবায়নে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং চলমান অর্থবছরের অবশিষ্ট কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। বিভাগীয় উপপরিচালকগণ পূর্তকাজ পরিদর্শনকালে চলমান কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আগামী অর্থবছরের পূর্তকাজের চাহিদা বাস্তবতা যাচাই করে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করে উপস্থাপন করতে হবে।	পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ প্রিন্সিপাল, ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

(ঝ) জেলে নিবন্ধন: উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ) সভায় জানান, ৮টি বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মার্চ/২৫ মাসে মোট নতুন নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ৮৯৭৪ জন এবং বাতিলকৃত জেলের সংখ্যা মোট ৪৬০৬ জন । মোট নিবন্ধিত নারী মৎস্যজীবীর সংখ্যা ৩৮৯৯৬ জন। প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে সর্বমোট বর্তমান নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ১৮১৬৮২১ জন। এ সময় তিনি আরো জানান, নিবন্ধিত জেলেদের মধ্য হতে প্রকৃত জেলেদের তালিকা প্রস্তুতের জন্য পাইলটিং হিসেবে বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের ভোলা জেলার ভোলা সদর ও মনপুরা, চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর এবং খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার নিবন্ধিত ও প্রকৃত জেলেদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। সভাপতি, নতুন জেলে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং নীতিমালা অনুযায়ী সারাদেশের প্রকৃত জেলেদের তালিকা হালনাগাদ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি জেলে নিবন্ধনের হালনাগাদ তালিকায় নারী ও বেদে সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** সারাদেশের জেলে তালিকা যাচাই-বাছাই করে হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। জেলে নিবন্ধনের হালনাগাদ তালিকায় নারী ও বেদে সম্প্রদায়ের মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ উপপরিচালক (মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ)
(ঞ) পরিদর্শন: উপপরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস) সভায় জানান, মাসিক পরিদর্শন বা অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদনের কপি মহাপরিচালক এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া গত মাসে প্রধান কার্যালয় হতে ৪টি জেলা অফিস, ১৫টি উপজেলা অফিস এবং ১৬টি প্রকল্প কার্যক্রমসহ সর্বমোট ৩৫টি পরিদর্শন করা হয়েছে। তিনি অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তা ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের ওপর জোর দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি অফিস পরিদর্শনের সময় পূর্বে উক্ত অফিস পরিদর্শন হয়ে থাকলে সে পরিদর্শনের সুপারিশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যাচাই এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সারমর্ম সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও অফিস পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে এবং সুপারিশসহ পরিদর্শন প্রতিবেদনের এক কপি মহাপরিচালক এবং অন্য কপি সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে। অফিস পরিদর্শনের সময় পূর্বে উক্ত অফিস পরিদর্শন হয়ে থাকলে সে পরিদর্শনের সুপারিশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যাচাই করতে হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের সারমর্ম সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ উপপরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস)
(ট) হাওর: উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ) সভায় জানান, ডিমওয়ালা মা মাছ ও পোনামাছ নিধন বন্ধে এবং মাছের অবাধ প্রজনন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩০ (ত্রিশ) দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার নিমিত্ত একটি খসড়া এস.আর.ও. ২৫/০৩/২০২৫ তারিখ জারি করা হয়েছে। উক্ত এস.আর.ও. তে কারো কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে লিখিত আকারে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রতিবেদনাধীন মাসে হাওর অঞ্চলে মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় ৭০টি অভিযান ও ০৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২০১৯৮মিটার দৈর্ঘ্যের ১৫০টি নিষিদ্ধ জাল আটক করা হয়েছে এবং ০.০১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১৪ জন নিহত এবং ৯জন নিখোঁজ জেলে পরিবারকে মোট ১১,৫০,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এ সময় সভাপতি, শুষ্ক মৌসুমে হাওর অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ রক্ষায় আইন বাস্তবায়ন জোরদার করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** হাওর অধ্যুষিত ৭টি জেলায় প্রজনন মৌসুমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকরণের নিমিত্ত জারিকৃত খসড়া এস.আর.ও. তে কারো কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট শাখায় অবহিত করতে হবে। হাওর অঞ্চলে মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন জোরদার করতে হবে।	বিভাগীয় পরিচালক (ময়মনসিংহ/ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট)/ উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ)

	(ঠ) অডিট: উপপরিচালক (অডিট) সভায় জানান, অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনসহ ব্রডশিট জবাব ও পূন:জবাব কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তরে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। Audit Management and Monitoring System 2.0 (AMMS 2.0) ব্যবহার করে অডিট আপত্তির Reconciliation কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি জানান, বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগসমূহ হতে অডিট সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন পাওয়া গেলেও অধিকাংশ দপ্তর/বিভাগ হতে প্রমাণক ২ সেট পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে প্রেরিত হালনাগাদ প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে বিধায় প্রেরিত প্রতিবেদনটি পুনরায় যাচাই-বাছাই পূর্বক অডিট সেকশনকে অবহিত করার জন্য এবং প্রমাণকসমূহ অতিদ্রুত প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানান। মার্চ/২০২৫ মাসের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি : অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা: ৮৮৭টি (SFI: ১৭১টি, Non-SFI: ৭০৮টি এবং DP: ০৮টি) নিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা: ০২টি (SFI: ০১টি, Non-SFI: ১টি) ব্রডশিট জবাব প্রেরণের সংখ্যা: ২টি দ্বি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা: ০ (ক্রমপুঞ্জিত ০৪টি) ত্রি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা: ০ (ক্রমপুঞ্জিত ০২টি) অডিট বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ: ১টি (ক্রমপুঞ্জিত ২টি, প্রধান কার্যালয়, মৎস্য ভবন ও রাজশাহী বিভাগে) **সিদ্ধান্ত:** নতুন অডিট আপত্তিসহ সকল আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হবে। Audit Management and Monitoring System 2.0 (AMMS 2.0) এ অডিট আপত্তির Reconciliation তথ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য সকল প্রমাণক প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ উপপরিচালক (অডিট)/ সকল দপ্তর
	(ড) ক্ষুদ্রঋণ: উপপরিচালক (পরিকল্পনা) সভায় জানান, বর্তমানে ক্রমপুঞ্জিত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ২৯৪৮৬ জন, ক্রমপুঞ্জিত প্রদত্ত ঋণ/চলমান ঋণ ২১.৭৫ কোটি টাকা, ক্রমপুঞ্জিত আদায় ১৪.৪৮ কোটি টাকা, আদায়ের হার ৬৭%, সর্বশেষ ব্যাংক স্থিতি ২৪.৪৪ কোটি টাকা। মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১১ এর ৭ নং ক্রমিক মোতাবেক পূর্বের সকল রাজস্ব খাতের/প্রকল্পের অর্থ ও আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ (৩%) একীভূত করে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। সভাপতি, ক্ষুদ্র ঋণ নতুন করে বিতরণ ও পূর্বের ঋণ আদায় কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** ক্ষুদ্র ঋণ নতুন করে বিতরণ ও পূর্বের ঋণ আদায় বৃদ্ধি করতে হবে।	বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ উপপরিচালক (পরিকল্পনা)
	(ঢ) জরিপ: উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ জরিপ) জানান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের নির্দেশনার আলোকে Yearbook এর প্রচ্ছদ, গ্রাফসহ কিছু পরিবর্তন করে এবং মৎস্যচাষি, চিংড়ি চাষি ও মৎস্যজীবীর সংখ্যা সংযুক্ত করে Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh 2023-24 মুদ্রণের জন্য বিজি প্রেস এ প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি জরিপ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য ৮টি বিভাগে ৮টি কর্মশালা আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেন। এ সময় উপপরিচালক (প্রশাসন) জানান, কর্মশালার পরিবর্তে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা যেতে পারে। সভাপতি, Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh, 2023-24 মুদ্রণ সম্পন্নের পর দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণে নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** Yearbook of Fisheries Statistics of Bangladesh, 2023-24 মুদ্রণ সম্পন্নের পর দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ জরিপ)
২.০		

২.১	**সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম:** পরিচালক (সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর) সভায় জানান, মার্চ/২৫ পর্যন্ত মোট ৭৬টি ট্রলডোর অপসারণ করে ২৯,২৮,৩০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৩টি নৌযান জব্দ করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন মাসে ১৮টি সহ এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯৬৬টি আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান এর অনুমতিপত্র (Letter of Permission) প্রদান করা হয়েছে যা কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৯৮ শতাংশ। সভাপতি, মৎস্যযানে ট্রলডোর অপসারণে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সামুদ্রিক সেক্টরকে মৎস্য অধিদপ্তরের নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায়ের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে উল্লেখ করে তা আদায় বৃদ্ধিতে তৎপরতা বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম কতৃর্ক রাজস্ব আদায় মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত নিম্নরূপ: ক) বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স সংক্রান্ত সর্বমোট আয় ৪,৬৪,০১,১০০ টাকা। i) বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের লাইসেন্স ইস্যু/ নবায়ন ফি বাবদ ২,৮৫,৮৯,০০০ টাকা। ii) ২৪৭৩টি লাইসেন্সকৃত মৎস্য নৌযানের অনুমতিপত্র (এসপি) বাবদ ৫৯,৩৮,০০০ টাকা। iii) ২৬২৭টি লাইসেন্সকৃত ও ট্রায়াল মৎস্য নৌযানের মৎস্য আহরণ ফি বাবদ ১,০২,৩১,৪০০ টাকা। iv) ০৫টি মৎস্য নৌযানের মালিকানা/ নাম পরিবর্তন বাবদ রাজস্ব আয় ২,২৫,০০০ টাকা। v) ১টি মৎস্য নৌযানের ইজারা ফি বাবদ রাজস্ব আদায় ৯,১৭,৭২৯ টাকা। খ) i) ৭০টি বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানের বিরুদ্ধে জরিমানা বাবদ ৬৯,০২,৮০০ টাকা। ii) ২১টি যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান/আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান এর বিরুদ্ধে জরিমানা বাবদ ১,২০,০০০ টাকা। সর্বমোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ: ৭,৮৫,৬২,৫০০ টাকা। **সিদ্ধান্ত:** উপকূলীয় জেলার আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানে ট্রলডোর (Trawl door) অপসারণে অভিযান ত্বরান্বিত করতে হবে। আর্টিসানাল মৎস্য নৌযানের অনুমতি পত্র (Letter of Permission) প্রদানের কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে হবে। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের পরিদর্শকদের সচেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে।	পরিচালক (সামুদ্রিক)/ উপপরিচালক, (বরিশাল/ খুলনা/চট্টগ্রাম)
২.২	**সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম:** পরিচালক (সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর) সভায় জানান, এখন পর্যন্ত ১০টি অনুমোদিত ক্রুজ ভেসেলের মধ্যে ০৯টি ভেসেলের জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকি ১টির জরিপ কার্যক্রম সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) হতে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির পর সম্পন্ন করা হবে। সভাপতি, চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) কে ক্রুজ ভেসেলের জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত দ্রুত অর্থ বরাদ্দ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** সকল জরিপ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত) ক্রুজ ভেসেলের জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবেন।	পরিচালক (সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট)
৩.০	**মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকা:** পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকা সভায় জানান, এন্ট্রি লেভেলের ২৪ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৪০ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হতে আরম্ভ হয়ে গত ১২ এপ্রিল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি পরবর্তী মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স আগামী অর্থবছরে শুরু করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অধিদপ্তরের কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ক, অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং নথি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকায় আয়োজনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অধিদপ্তরের কর্মচারীদের কম্পিউটার, অফিস ম্যানেজমেন্ট এবং নথি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার, ঢাকায় আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, সাভার)/ পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
৪.০		

৪.১	**মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ:** কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার (কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সাভার, ঢাকা) জানান, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সাভার, ঢাকায় নতুন টেস্ট প্যারামিটার Inorganic Arsenic Test চালুকরণের জন্য Bangladesh Trade Facilitation (BTF) প্রকল্পটির Ion Chromatography (IC) ঢাকা ল্যাবে বিদ্যমান পুরাতন ICP-MS (Inductivity Coupled Plasma Mass Spectrometry) মেশিনের সাথে IC অংশটি যুক্ত করা সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, Software installed with IQ এবং PQ (performance qualification) এর জন্য সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন চলমান রয়েছে এবং Inorganic Arsenic Test চালু করার নিমিত্ত প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষামূলক অপারেশন আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। **সিদ্ধান্ত:** কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সাভার, ঢাকায় Inorganic Arsenic Test চালু করার নিমিত্ত প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষামূলক অপারেশন আগামী সপ্তাহে আয়োজন সম্পন্ন করে দ্রুত Inorganic Arsenic Test চালু করতে হবে।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ)/ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার (কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সাভার, ঢাকা)
৪.২	**কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব:** কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার (কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সাভার, ঢাকা) জানান, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, সাভার, ঢাকার জন্য ০১টি LC-MS/MS মেশিন ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, সাভার, ঢাকায় বিদ্যমান পুরাতন Waters LC-MS/MS মেশিনটি অকেজো ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন মেশিন ক্রয়ের লক্ষ্যে স্পেসিফিকেশন কমিটির সভা দ্রুত অনুষ্ঠিত হবে। **সিদ্ধান্ত:** কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সাভার, ঢাকার জন্য নতুন version ও বেশি sensitivity সম্পন্ন ০১টি LC-MS/MS মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ)/ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার (কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সাভার, ঢাকা)
৫.০	**মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসমূহ:** প্রিন্সিপাল (মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, সিরাজগঞ্জ) সভায় জানান, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টেশনের কিছু যন্ত্রাংশ পুরোনো হয়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তিনি জানান, ইনস্টিটিউটের আবাসিক ও অ্যাকাডেমিক ভবনসমূহে বজ্রনিরোধক ব্যবস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। এছাড়া তিনি ইনস্টিটিউটে চলমান ৪টি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফিস প্রসেসিং প্লান্ট এ ইন্টার্নি করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এসময় উপপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফিস প্রসেসিং প্লান্ট এ ইন্টার্নি করার ব্যবস্থা করা সম্ভব মর্মে জানান। প্রিন্সিপাল (মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর) সভায়, বকেয়া পৌরকর পরিশোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের হ্যাচারির পাশাপাশি বিভিন্ন ফিস প্রসেসিং প্লান্ট এ ইন্টার্নি করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, সিরাজগঞ্জের বৈদ্যুতিক পাওয়ার স্টেশনের পুরাতন ও ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রাংশ মেরামতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে। অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফিস প্রসেসিং প্লান্ট এ ইন্টার্নি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)/ পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ প্রিন্সিপাল (মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটসমূহ)
৬.০	**বাঁওড়:** প্রকল্প পরিচালক (বাঁওড়) সভায়, আগামী অর্থবছরের বাঁওড় এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য বাঁওড়গুলো সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি জানান, ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার জয়দিয়া বাঁওড় পুনরায় ইজারা না দিয়ে স্থানীয় মৎস্যজীবী হালদার সম্প্রদায়কে দেওয়ার দাবিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী হালদার সম্প্রদায় বাঁওড় পাড়ে বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভকালে স্থানীয় মৎস্যজীবী হালদার সম্প্রদায় বাঁওড়গুলোর ইজারা বাতিল করে পূর্বের ন্যায় মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মৎস্যচাষ কার্যক্রম শুরু করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। **সিদ্ধান্ত:** আগামী অর্থবছরের বাঁওড় এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য বাঁওড়গুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।	উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)/ প্রকল্প পরিচালক (বাঁওড়)/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর
৭.০	**মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার ও হ্যাচারি কমপ্লেক্সসমূহ:** উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) সভায় জানান, মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহের ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনে প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। এছাড়া তিনি জাতীয় মৎস্য পদক ২০২৫ প্রদানের জন্য মনোনয়ন প্রস্তাব যাছাই-বাছাই এর লক্ষ্যে কারিগরি কমিটির সভা আগামী ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি ২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে চূড়ান্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার সমূহের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারসমূহের আগামী ২০২৫-২৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে চূড়ান্ত করতে হবে।	পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ বিভাগীয় পরিচালক (সকল)/ উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর

৮.০	**প্রকল্পসমূহের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:** উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন) জানান, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে আরএডিপি'তে বরাদ্দ ৬৭০৮৪.০০ লক্ষ টাকা এবং এর মধ্যে জিওবি ২১১৭২.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৪৩৯১২.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ খ্রি. মাস পর্যন্ত মোট ব্যয় ২৬৯১৬.৫৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৫৬৭.৩৫ ও প্রকল্প সাহায্য ১৮৩৪৯.২৩)। আরএডিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৪০.১২%, বিগত বছরের একই সময়ে অগ্রগতি ৩৭.২৬%।	উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৮.১	**সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন ২০২৫):** ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি'তে বরাদ্দ ৪৭৬২৬.০০ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ১৭২০২.৩০ লক্ষ টাকা। RADP অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.১২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, পরিকল্পনা কমিশনে ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি জানান মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল নৌযানে GSM device সচল করার জন্য ইতোমধ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে শিডিউল করে বিভিন্ন উপজেলায় গিয়ে কাজ করছে। এছাড়াও প্রকল্পে নিয়োজিত মেরিন ফিশারিজ অফিসার, তথ্য সংগ্রহকারীকে ক্যাচ এন্ড ইফোর্ট তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং প্রকল্প দপ্তর হতে মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্যাকেজওয়ারি কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য গত ০৯.০৪.২০২৫ তারিখ ইঞ্জিনিয়ারিং ও সুপারভিশন ফার্ম এর সাথে সভা করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পৃথকভাবে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আলোচনা করা হয়েছে। তিনি আরএডিপি বরাদ্দের আলোকে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কাজের শতভাগ অর্জনের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পর্যায়ক্রমে সাইট পরিদর্শন করা হচ্ছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও প্রতিটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপপরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের আওতায় চলমান কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তিনি আরো জানান, অদ্যাবধি জরিপ কার্যক্রমের ৯টি ক্রুজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট একটি ক্রুজ চলতি মাসে সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ম্যাচিং গ্র্যান্ট ফান্ড এর মাধ্যমে গ্রান্ট উইন্ডো-১ এর আওতায় ৫২ টি সাব-প্রজেক্টস ও গ্রান্ট উইন্ডো-২ এর আওতায় ১৬টি সাব-প্রজেক্টের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও গ্রান্ট উইন্ডো-৩ এর আওতায় ২০৭টি চিংড়ি ক্লাস্টারে রোগমুক্ত চিংড়ি উৎপাদন এবং পাঁচটি পোস্ট হারভেস্ট সার্ভিস সেন্টার উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **সিদ্ধান্ত** প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কাজসমূহের মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ম্যাচিং গ্র্যান্ট ফান্ড এর মাধ্যমে চলমান কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। জরিপ কার্যক্রমের অবশিষ্ট একটি ক্রুজ চলতি মাসে সম্পন্ন করতে হবে।	বিভাগীয় পরিচালক (বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম)/ উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক, SCMFP/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর
৮.২	**পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ ২০২০ হতে জুন ২০২৫):** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ১৫১৫.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ৯৩৫.৪০ লক্ষ টাকা। RADP অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৬১.৭৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত সকল ক্রিকের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নির্ধারিত অবকাঠামো এবং পূর্তকাজ জুন ২০২৫ এর মধ্যে আরএডিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। পুনর্গঠিত ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে Exit Plan ও আইএমইডি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনপূর্বক প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। তিনি জেলা মৎস্য দপ্তর, রাঙামাটির অফিস ভবন নির্মাণ কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি, প্রকল্পের চলমান সকল কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** প্রকল্প সমাপ্তির জন্য 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা- জুন ২০২২' এর ১৮.২ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনপূর্বক প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রকল্পের চলমান সকল কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক

৮.৩	**গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫):** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৫৬.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ৩৬.৫৭ লক্ষ টাকা। RADP অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৬৫.৩০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৫.৩০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের বিষয়ে গত ২৩/০৩/২০২৫ তারিখ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পিইসি সভায় প্রকল্পটির মেয়াদ আর বৃদ্ধি না করে নির্ধারিত মেয়াদ অর্থাৎ জুন ২০২৫ এর মধ্যে সমাপ্ত ঘোষণা করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি আরো জানান, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক আরএডিপি শতভাগ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সময়, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য সেক্টরে প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে মেয়াদ কোনোভাবে বৃদ্ধি করা যায় কিনা সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি, পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম সম্পাদনের পাশাপাশি প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনায় মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।	উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক
৮.৪	**ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫):** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৫২৮৬.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ৩৩৩২.২১ লক্ষ টাকা। RADP অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.০৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৩.০৪%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এডিপি অনুযায়ী মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৩.০৪%। বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ বিতরণসহ জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫৪৫১টি এআইজিএ উপকরণ সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিকল্প কর্মসংস্থান টেকসইকরণে বরাদ্দকৃত ২২৩টি ব্যাচ প্রশিক্ষণের মধ্যে ২০৭টি ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। ডিপিপি'র সংস্থান মোতাবেক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মা ইলিশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৩৪০টি আইন বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পভুক্ত সকল উপজেলায় ২৭৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৫ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশের জাটকা সমৃদ্ধ নদ-নদীতে এবং অভয়াশ্রম এলাকাসমূহে সার্বক্ষণিক নজরদারি ও পাহারার মাধ্যমে জেলা/উপজেলা প্রশাসন, নৌপুলিশ, থানা পুলিশ, কোস্টগার্ড এর সাথে সমন্বয় করে মোবাইল কোর্ট/অভিযান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৮৮৫টি অভিযান সম্পন্ন হয়েছে এবং জাটকা সংরক্ষণে মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পভুক্ত উপজেলা সমূহে মাঠ পর্যায়ে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিতরণকৃত উপকরণ ফলোআপ পরিদর্শন করে ট্যাবে এন্ট্রি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইতোমধ্যে পরিদর্শন ট্যাবে ১৩% এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, প্রকল্প দপ্তরের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে মুন্সিগঞ্জ জেলায় কারেন্ট জাল উৎপাদন ও আয়রন কারখানায় দিবারাত্রি প্রতিদিন অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। গত নভেম্বর থেকে ইতোমধ্যে ১০২টি অভিযান পরিচালনা ও জব্দকৃত কারেন্ট জব্দ ধ্বংস করা হয়েছে। কারখানায় কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধে অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি ও পল্লি সম্পদ বিভাগে ১৩.০৪.২০২৫ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির জন্য সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। তবে আগামী অর্থবছরে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ বিতরণ এবং সুফলভোগী প্রশিক্ষণের কোন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবেনা। তাই তিনি আগামী অর্থবছরের এপিএ তে এ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা না রাখার জন্য অনুরোধ করেন। এসময় সভাপতি, ইলিশের টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কারেন্ট জাল উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধে অভিযান পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** জাটকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা প্রশাসন, নৌপুলিশ, থানা পুলিশ, কোস্টগার্ডের সাথে সমন্বয় করে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। আগামী অর্থবছরের এপিএ তে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ বিতরণ এবং সুফলভোগী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে নির্ধারণ করতে হবে।	উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক

৮.৫	**দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৬):** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৫৪২৫.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ১৪৫২.১৩ লক্ষ টাকা। RADP অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৭%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, চলমান এআইজিএ উপকরণ বিতরণের ক্ষেত্রে জীবন্ত প্রাণি বিনির্দেশ ও টেন্ডারের শর্ত মোতাবেক গ্রহণ কমিটির মাধ্যমে প্রি-ইন্সপেকশন শেষে বিতরণ করা হচ্ছে এবং পরবর্তী টেন্ডারের বিনির্দেশ ও শর্তে ২৪ ঘণ্টা কন্ডিশনিং এবং প্রি-ইন্সপেকশনের ব্যাপারে উল্লেখ করা হবে। প্রকল্পের আওতায় নার্সারি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে বিএফআরআই হতে গুণগত মানসম্পন্ন রেনু সংগ্রহের জন্য সুফলভোগীদের উৎসাহিত করা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির নার্সারি প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী কর্তৃক বিএফআরআই হতে গুণগত মানসম্পন্ন রেনু সংগ্রহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ডিপিপির সংস্থানকৃত অর্থে যৌক্তিকতাসহ ক্ষতিগ্রস্ত ৬০টি অভয়াশ্রম মেরামত চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৫০টি মেরামত সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; প্রকল্পভুক্ত জেলা মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে চলতি অর্থ বছরে ইতোমধ্যে ১৪টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে ক্রয় কাজে ১০০% স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সম্পন্ন করা হচ্ছ। যে সকল এলাকায় বিল নার্সারি ও অভয়াশ্রম স্থাপন করা হচ্ছে সে সকল নার্সারি ও অভয়াশ্রম কার্যকরী করার লক্ষ্যে বেইজলাইন সার্ভে এবং ক্যাচমেন্ট এলাকার প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে শতভাগ বাস্তবায়ন হয় সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার মৎস্যবীজ উৎপাদন খামারে অফিস ভবন কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের নকশা ০৯/০৪/২০২৫ তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে ২ লক্ষ খামার নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ খামার নিবন্ধন করা হয়েছে যেগুলো যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন ও মনিটরিং এর জন্য ডিপিপিতে সংস্থাকৃত মোটরসাইকেল আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ক্রয় করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এসময় সভাপতি, প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য অভয়াশ্রম মেরামত কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং ও পরিদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য অভয়াশ্রম মেরামত কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং ও পরিদর্শন করতে হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন ও মনিটরিং এর জন্য ডিপিপি তে সংস্থানকৃত মোটরসাইকেল আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ক্রয় করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক

৮.৬	**ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) (অক্টোবর ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫):** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ২৭৫০.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ১৫২৯.৪৬ লক্ষ টাকা। RADP অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৫৫.৬২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় বেজলাইন ও এ যাবৎ বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণের নিমিত্ত একটি ফার্ম নিয়োগের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নিয়োগকৃত ফার্মের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। অভয়াশ্রম ও বিল নার্সারি স্থাপনের ক্ষেত্রে জলাশয়ের সুফলভোগীদের নিয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠনপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত মৎস্য আইন বাস্তবায়ন করে পোনা মাছ ও মা মাছ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে নিয়মিত সমন্বয় করে ডিপিপি'র সংস্থানকৃত পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুনির্দিষ্ট পোল্ডার এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে ক্রয়কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপি শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। তিনি জানান, প্রকল্প এলাকার মধ্যে বিদ্যমান মৎস্য বাজার/ আড়তের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মালিকানা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এনওসি গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলনের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আবাসস্থল উন্নয়নের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ে মোট ৩৮টি স্কিমের কাজ চলমান আছে। এপ্রিল মাসের মধ্যেই আবাসস্থল উন্নয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এসময় সভাপতি, প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, মনিটরিং ও পরিদর্শনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** প্রকল্পের আওতায় বেজলাইন ও এ যাবৎ বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণের নিমিত্ত একটি ফার্ম নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে বিদ্যমান মৎস্য বাজার/ আড়তের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আবাসস্থল উন্নয়নের চলমান কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, মনিটরিং ও নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক/ উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক
৮.৭	**নিমগাছী সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬):** ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৭১০.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ২৮৪.৫৯ লক্ষ টাকা। আরএডিপিতে অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৪০.০৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শতভাগ আরএডিপি বাস্তবায়নের নিমিত্ত আরএডিপি তে সংস্থানকৃত বরাদ্দ অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি জানান, গুণগত মান বজায় রেখে জলাশয় খনন/সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণে প্রি-কাস্ট পিলার যথানিয়মে স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে ক্রয়কাজে ১০০% স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে কাজ করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, সমবায় সমিতি নিবন্ধন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে তাগিদ পত্র মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হয়ে পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে বর্তমানে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা হতে তাগিদ পত্র জারি করা হয়েছে। সাপ্লাই চেইন সামগ্রী/যন্ত্রপাতি বিশেষ করে জীবন্ত মাছ পরিবহনের জন্য ফিস কাটিং ও ফিস ডি-স্কেলিং মেশিন প্রদানের জন্য চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশন পাওয়া গেছে এবং ০৭ দিনের মধ্যে ইজিপিতে টেন্ডার আহবান করা সম্ভব হবে । সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য উপজেলা মৎস্য দপ্তরসমূহ হতে পুকুর ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসময় সভাপতি, সকল কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে ক্রয়কাজে ১০০% স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন সামগ্রী/যন্ত্রপাতি সরবরাহ বিশেষ করে জীবন্ত মাছ পরিবহনের ক্ষেত্রে অপটিক ফাইবার ট্যাংক, ফিস কাটিং ও ফিস ডি-স্কেলিং মেশিন প্রস্তুতের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ই-জিপিতে টেন্ডার আহবান করতে হবে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের জন্য অনলাইনে ডাটা ইনপুট করার পাশাপাশি পুকুর ভিত্তিক প্রাথমিক ডাটা ইনপুট চলমান রাখতে হবে।	বিভাগীয় পরিচালক (রাজশাহী)/ উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক

৮.৮	**হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৭):** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৭০০.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ১৬১.১৩ লক্ষ টাকা। আরএডিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ২৩.০২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৩%। প্রকল্প পরিচালক জানান, আরএডিপি বাস্তবায়ন হার গুণগতমান বজায় রেখে শতভাগ অর্জনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গবেষণা কার্যক্রম ডিপিপিতে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষক চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিম্তু হালদা রক্ষা কমিটি, স্থানীয় হালদা গবেষক/বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য মতামত প্রদান করেছেন। তিনি জানান, হালদা দূষণরোধে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হালদা পাড়ে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করতে ১১ জন তামাক চাষির বিকল্প জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়িতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অন্যান্য উপজেলায় AIG প্রদানের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ ও অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে ক্রয়কাজে ১০০% স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ/নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া হালদা নদীতে দূষণ বন্ধের অভিযান/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম প্রতিনিয়ত অব্যাহত আছে। সভাপতি, হালদা হেরিটেজ অববাহিকা এলাকায় তামাক চাষ নিষিদ্ধকরণের নিমিত্ত গেজেট সংশোধন করার জন্য প্রেরিত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক পুনরায় প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি হালদা নদীতে দূষণ বন্ধে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** বিকল্প কর্মসংস্থানের এআইজি বিতরণ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ডিপিপিতে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষক চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মৎস্য হ্যাচারি কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ/নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে তাগাদা দিতে হবে এবং নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। হালদা নদীতে দূষণ বন্ধে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক
৮.৯	**বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৮):** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৬৩২.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ৮৭.৫৭ লক্ষ টাকা। আরএডিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ১৩.৮৬% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৪০%। প্রকল্প পরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রকল্পটির অবহিতকরণ কর্মশালা আগামী ১৬ এপ্রিল মাননীয় উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি উক্ত কর্মশালা বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক সকল ক্রয় কার্যক্রম স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মৎস্য খামারের উন্নয়ন/সংস্কার কাজ নির্ধারিত গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। পূর্তকাজ হস্তান্তর ও মনিটরিং করার নিমিত্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্তৃক ০৫ সদস্য বিশিষ্ট হস্তান্তর কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপি শতভাগ বাস্তবায়নে সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা ও গ্যান্ট চার্ট অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে নতুন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য পুরাতন ওয়াল পরিত্যক্ত ঘোষণা করার জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) এর সাথে সমন্বয় করে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের পূর্তকাজ সম্পাদনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি, সকল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন এবং নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রকল্পটির অবহিতকরণ কর্মশালা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপি শতভাগ বাস্তবায়নে সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, ক্রয় পরিকল্পনা ও গ্যান্ট চার্ট অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। বিভাগীয় উপপরিচালকগণকে খামারের ক্ষতিগ্রস্ত বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার ও নির্মাণের জন্য দ্রুত তালিকা প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে। সকল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন এবং নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।	উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ উপপরিচালক (মৎস্যচাষ)/ প্রকল্প পরিচালক

৮.১০	কমিউনিটি বেজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিশারিজ এন্ড অ্যাকুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৪): ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৯২১.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ৭৭৭.৫৯ লক্ষ টাকা। আরএডিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৪৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি ও আরটিএপিপি চূড়ান্ত অনুমোদনের জিও দ্রুতই প্রকাশিত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, প্রকল্পের সকল প্রকার কার্যক্রম আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী স্বচ্ছতার সহিত সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্প মেয়াদে আরটিএপিপি'তে উল্লিখিত সকল কার্যক্রম শেষ করার লক্ষ্যে FAO এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়পূর্বক চলমান রয়েছে। **সিদ্ধান্ত:** প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপি শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক
৮.১১	**ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট ইন কোস্টাল এরিয়া অব দি বে অফ বেঙ্গল (জুলাই ২০২৩ হতে মে ২০২৭):** ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ ১৪৬৩.০০ লক্ষ টাকা। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয় ১১১৭.৬২ লক্ষ টাকা। আরএডিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৭৬.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সকলের সাথে সমন্বয় রেখে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আরএডিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি জানান, প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে সরঞ্জামাদি বিতরণের ফলে তার প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক প্রতিবেদন BFRI কর্তৃক এখনো দাখিল করা হয়নি। প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সভায় উপস্থাপন করা হবে। চলতি অর্থবছরের মে মাসে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে সকল স্টেকহোল্ডার সমন্বয়ে একটি মধ্য মেয়াদি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলমান রয়েছে। তিনি আরো জানান, জেলা মৎস্য অফিস, কক্সবাজারে Agar Extraction Unit স্থাপনে অস্থায়ীভাবে দুইটি কক্ষ নির্মাণের জন্য স্থানীয় প্রকৌশলী কর্তৃক প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি, sea weed হতে Agar Extraction করার জন্য জেলা মৎস্য অফিস, কক্সবাজারে Agar Extraction Unit স্থাপনে প্রাক্কলন প্রস্তুতসহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** বিতরণকৃত সরঞ্জামাদি বিতরণের ফলে প্রভাব নিরূপণপূর্বক প্রতিবেদন BFRI হতে প্রাপ্তির পর সভায় উপস্থাপন করতে হবে। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি বিষয়ে সকল স্টেকহোল্ডার সমন্বয়ে মধ্য মেয়াদি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা মৎস্য অফিস, কক্সবাজারে Agar Extraction Unit স্থাপনে প্রাক্কলন প্রস্তুতসহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	বিভাগীয় পরিচালক, চট্টগ্রাম/ উপপরিচালক (বাস্তবায়ন)/ প্রকল্প পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
৯.০	**বিবিধ**	
৯.১	উপপ্রধান (বাস্তবায়ন) সভায়, মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান মনোগ্রাম পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সভাপতি, সকলের মতামতের ভিত্তিতে মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান মনোগ্রাম পরিবর্তন করা যেতে পারে মর্মে জানান। এছাড়া তিনি মৎস্য অধিদপ্তরের বাইরের দেয়াল নতুন করে রং করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মৎস্য ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালে বাংলা ও ইংরেজি অক্ষরে "মৎস্য ভবন" লেখা এবং মাছের প্রতিকৃতি স্থাপনের প্রস্তাব দেন। সভায় উপস্থিত সকলে সভাপতির প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। **সিদ্ধান্ত:** মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান মনোগ্রাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মৎস্য ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালে বাংলা ও ইংরেজি অক্ষরে "মৎস্য ভবন" লেখা এবং মাছের প্রতিকৃতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)/ পরিচালক (বাজেট ও অর্থ)/ সিনিয়র সহকারী পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
৯.২	সভাপতি, মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মন্ত্রণালয়ে গমন না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপপরিচালক (প্রশাসন) কে নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হতে হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করা যাবে না।	পরিচালক (প্রশাসন)/ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর

৯.৩	উপপরিচালক (চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার) জানান, আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক এডিবি হ্যাচারি ক্যাম্পাস কক্সবাজারস্থ বিমান বাহিনীর ঘাঁটির অনুকূলে হস্তান্তরের নিমিত্ত এডিবি হ্যাচারি ক্যাম্পাসে অবস্থিত দপ্তরসমূহের বিবিধ নথিপত্র, সচল মালামাল/ যন্ত্রপাতি নতুন ভাড়াকৃত ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং অকেজো/ নষ্ট/ অচল মালামাল ও গাছসহ অন্যান্য সকল সরঞ্জামাদি ও স্থাপনা যেখানে যে অবস্থায় আছে তার তালিকা প্রস্তুত করে কক্সবাজারস্থ বিমান বাহিনীর প্রতিনিধিকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান নতুন ভাড়াকৃত ভবনে এডিবি হ্যাচারি ক্যাম্পাসে অবস্থিত দপ্তরসমূহের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সভাপতি, এডিবি হ্যাচারি ক্যাম্পাসে অবস্থিত দপ্তরসমূহের হস্তান্তরিত মালামালের তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে নতুন ভাড়াকৃত ভবনে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্ত:** এডিবি হ্যাচারি ক্যাম্পাসে অবস্থিত দপ্তরসমূহের হস্তান্তরিত মালামালের তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নতুন ভাড়াকৃত ভবনে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)/ উপপরিচালক (চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার)

আলোচ্যসূচি মোতাবেক আলোচনা শেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪-০৪-২০২৫
ড. মো: আবদুর রউফ
মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
০২-২২৩৩৮২৮৬১
dg@fisheries.gov.bd

তারিখ: ১১ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৩৩.০২.০০০০.০০০.১১২.০১.০০১৬.১৭.৫২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২। পরিচালক, (প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ মৎস্য/ব্লু-ইকোনমি/রিজার্ভ/সামুদ্রিক/সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট/মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি)/প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিকল্পনা ও জরিপ/মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ...।
৩। পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর/ ময়মনসিংহ বিভাগ।
৪। প্রকল্প পরিচালক (বাঁওড়), ...।
৫। উপপরিচালক (প্রশাসন/বাজেট ও অর্থ/মৎস্যচাষ/চিংড়ি/ফিল্ড সার্ভিস/পরিকল্পনা/অডিট/প্রশিক্ষণ/ব্লু-ইকোনমি/ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা/বাস্তবায়ন/মৎস্যসম্পদ জরিপ/মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ/সেবা ও সরবরাহ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা/ চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ অঞ্চল, কক্সবাজার/মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর)।
৬। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৭। উপপরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
৮। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
৯। প্রিন্সিপাল/অধ্যক্ষ, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর/ গোপালগঞ্জ/ কিশোরগঞ্জ/ সিরাজগঞ্জ/ মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুর/ মৎস্য সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুর।
১০। উপপরিচালক, ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (নোটিশটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
১১। প্রকল্প পরিচালক, ...।
১২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৩। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), পরিকল্পনা/প্রচার ও প্রকাশন শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

১৪। উপপ্রধান, সামুদ্রিক/ইলিশ ব্যবস্থাপনা শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৫। সিনিয়র সহকারী পরিচালক, প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/ডোসিয়ার/ সমন্বয় শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৬। সিনিয়র সহকারী পরিচালক, সেবা ও সরবরাহ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২৪-০৪-২০২৫
সরকার আনোয়ারুল কবীর আহমেদ
উপপরিচালক